ভূমিকা

গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম যেহেতু 'বিশ ও একুশ শতকের সন্ধিবেলায় নির্বাচিত উপন্যাসে সময়ের নবনির্মাণ'— তাই প্রথমেই কয়েকটি প্রশ্ন উঠে আসতে পারে, যেমন— 'উপন্যাসে সময়' বলতে কী বলা হয়েছে? 'সময়ের নবনির্মাণ' কী? 'বিশ ও একুশ শতকের সন্ধিবেলা'-কেই কেন বেছে নেওয়া হল? স্বাভাবিকভাবে উঠে আসা এই প্রশ্নগুলির জবাব একে একে দেওয়া যেতে পারে।

'উপন্যাসের সময়' বলতে খুব সাধারণভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে উপন্যাসের কাহিনি যে সময়ের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত হয়েছে। তবে উপন্যাসের কাহিনি সংঘটনের সময় বলে শেষ করে দিলে তা হবে অতি সরলীকরণ। সময়ের মতো এক অবয়বহীন বস্তুকে যখন উপন্যাসে প্রকাশ করা হয় তখন তা বর্ণিত হয় সেই সময়ে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অনুষঙ্গে। কিন্তু ঔপন্যাসিক যেহেতু সাংবাদিক নন, তাই তাঁর কাজ একই সঙ্গে সময়ের দায় স্বীকার করা, এবং সময়ের চোরাবালিকে এড়িয়ে যাওয়া। অর্থাৎ ঔপন্যাসিকের কাজ হল আপাতসময়ের আভাস দিয়েও, তার উর্ধে এক বৃহত্তর সত্যের সন্ধান করা। এ সময়ের প্রখ্যাত আখ্যানভাবুক দেবেশ রায় 'উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে' গ্রন্থে বলেছিলেন যে, সময়-নিরপেক্ষ প্রেম-ঘৃণা-হতাশা-আশা ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট নয়, আবার অন্যদিকে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সময়ের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সত্যাসত্যও ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট নয়। ঔপন্যাসিক তাঁর আখ্যানে তুলে ধরতে চান সময়, সমাজ ও ইতিহাসধৃত মানুষ। আর এই প্রচেষ্টায় তিনি যা করেন, তা হচ্ছে বর্তমানের সত্তাতত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েও তার সঙ্গে অতিবাহিত কাল ও আগামীর সম্ভাবনাকে অচ্ছেদ্য করে প্রকাশ করেন। ফলে প্রকাশিত হয় মানবজীবনের চিরন্তন সত্য, ফুটে ওঠে মহাসময়ের আখ্যান। অর্থাৎ উপন্যাসের সময় বলতে আমাদের বুঝে নিতে হবে আখ্যানে প্রতিফলিত খণ্ডকালের সাংস্কৃতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য, আবার এইসব আপাত সময়ের বিভঙ্গের মধ্যে বয়ে চলা অখণ্ড-অবিভাজ্য সময়ের দ্যোতনা।

ঔপন্যাসিক সময়ের এই অনন্ত বিভঙ্গকে কেমন করে উপন্যাসে প্রকাশ করবেন তার নির্দিষ্ট কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। আর ঠিক এ জায়গা থেকেই আসে সময়ের নবনির্মাণের প্রশ্ন। অর্থাৎ যা দেখছি, তাই লিখছি — এমনটা হলে উপন্যাস হয় না। নানা জাঁকজমক ও সত্যভ্রমের আড়ালে থাকা সময়ের যথার্থ রূপকে সনাক্ত করার চেষ্টা করেন একজন যথার্থ ঔপন্যাসিক। আর আপাতসময়ের পাকদণ্ডি বেয়ে প্রকৃত সময়কে আখ্যানে যখন ফুটিয়ে তোলেন, তখন ঔপন্যাসিক তাঁর নিজস্ব ভাবাদর্শ অনুযায়ী সময়ের করেন

নবনির্মাণ। আর তা না করে যদি কোনো ঔপন্যাসিক খণ্ডসময়ের চোরাবালিতে নিমজ্জিত হন, তবে যে আখ্যান গড়ে ওঠে তা হয়ে পড়ে ক্ষণজীবী। এমনকী সমকালে জনপ্রিয় হলেও মহাকালের বিচারে তা আস্তাকুঁড়ের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় দেড়শ বছরের বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে বাতিলের দলে চলে যাওয়া একসময়ের জনপ্রিয় উপন্যাসের সংখ্যা খুব অল্প নয়। আর অন্যদিকে ঘটমান বাস্তবের সমান্তরালে মানবজীবনের চিরন্তন সত্য উদ্‌ঘাটক আখ্যান রচনাকালে যদি তেমন আলোচিত নাও হয়, তবে পরবর্তীকালে পুনরালোচিত হয়ে যোগ্য সম্মান লাভ করে। অর্থাৎ একটি সার্থক উপন্যাস মানেই আসলে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ, জীবনাদর্শ তথা ভাবাদর্শ অনুযায়ী যথাপ্রাপ্ত সময়ের নবনির্মিত আখ্যান।

তারপরে যে প্রশ্ন ছিল তার উত্তর প্রশ্নের আকারেই দেওয়া যেতে পারে। বিশ ও একুশ শতকের এই সন্ধিবেলায় সময়ের যে আলো আঁধারি চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে তা কি আগে ঠিক এভাবে কখনো ছিল? আগে সময়ের চরিত্র ছিল মোটামুটিভাবে পরিষ্কার। কিন্তু এই দুই সহস্রাব্দীর সন্ধিক্ষণে নয়া উপনিবেশবাদ, পুঁজিবাদের বিশ্বায়ন ইত্যাদি এক অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। যার ফলে খুব সতর্ক ব্যক্তিরও পদস্খলন হচ্ছে। আজকের প্রজন্মের সামনে আদর্শ বলে কোনো কিছু থাকছে না। বিশ্বাস স্থাপনের কোনো দৃঢ় ভিত্তি নেই। এমনকি আমরা কাগজে কলমে যারা ভোগবাদের বিরোধিতা করি, আমরাও কি সত্যিকার জীবনে ভোগবাদের করাল থাবা এড়াতে পারছি! দুই শতকের সন্ধিবেলায় এসে আমরা দেখছি ভোগবাদ ও প্রতাপতন্ত্র যেন হয়ে দাঁড়াচ্ছে অনেকটা সেই বারমুডা ত্রিভুজের তথাকথিত রহস্যের মতো, অথবা বলা যেতে পারে কৃষ্ণগহ্বরের মতো — যা আশ-পাশের সবকিছুকে টেনে নেয় এবং ধ্বংস করে। ভোগবাদ ও আধিপত্যবাদ আমাদের স্বতন্ত্র ভাষাকে ধ্বংস করে ফেলছে এক অদ্ভুত মোহ তৈরি করে। ফলে এ সময়ের ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে মানবিক সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ঔপন্যাসিক তথা সাহিত্যিকদের উপর এই দায় বর্তেছে সিংহভাগ। ফলে এ সময়ে দাঁড়িয়ে যে সমস্ত লেখকরা স্বতন্ত্র অবস্থান গ্রহণ করেন, তাঁদের প্রথমে এই মোহজালকে ছিন্ন করে, মায়ানগরীকে ভেঙে তার উপর নতুন নির্মাণের প্রয়াস করতে হয়। ফলে তাঁদের লেখায় প্রকাশিত হয় সময়ের নানা প্রবণতার টানাপোড়েন, জটিলতা। বাংলা উপন্যাস জগতে এ সময়ে বিশ্বায়নের নেতিবাচক দিকটি যেমন নতুন জটিলতার সৃষ্টি করেছে, তেমনি ইতিবাচক দিকটিও একটি নতুন প্রবণতার সূচনা করেছে। বিশ্বের নানা দেশের কথাসাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে নানা তত্ত্ব বাঙালি ঔপন্যাসিকদের ভাবনার জগতে নতুন রসদের যোগান দিয়েছে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে এই সময়ের কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস আলোচনা করে আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি এই জটিল সময়ের বহুমাত্রিক অভিব্যক্তি কীভাবে উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে।